হাসি রাশি



যোগীন্দ্রনাথ সরকার

হাসি রাশি

যোগীন্দ্রনাথ সরকার



শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীদুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ছয় টাকা

মুদ্রাকর ঃ
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

মজার মুল্লুক



॥ ১ ॥
এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো !

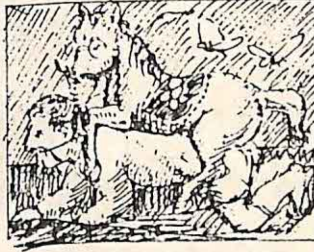


॥ ২ ॥
আকাশ সেথা সবুজ বরন,
গাছের পাতা নীল ;
ডাঙায় চরে রুই কাতলা
জলের মাঝে চিল !

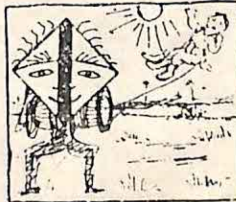


॥৩ ॥
সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেংটি-ইঁদুর দেখে ;
ছেলেরা খায় 'ক্যাস্টর-অয়েল্'
রসগোল্লা রেখে !

॥৪ ॥
মণ্ডা-মিঠাই তিতো সেথা,
ওষুধ লাগে ভালো ;
অন্ধকারটা শাদা দেখায়,
শাদা জিনিস কালো !



॥৫ ॥
ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে বসে পড়ে ;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে !



॥ ৬ ॥
ঘুঁড়ির হাতে বাঁশের লাটাই,
উড়তে থাকে ছেলে ;
বঁড়শি দিয়ে মানুষ গাঁথে,
মাছেরা ছিপ ফেলে !

॥ ৭ ॥
জিলিপি সে তেড়ে এসে,
কামড় দিতে চায় ;
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায় !



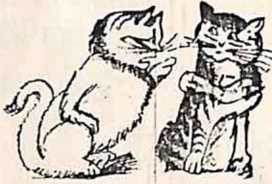
॥ ৮ ॥
পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে ;
ডাঙায় ভাসে নৌকা জাহাজ,
গাড়ি ছোটে জলে !



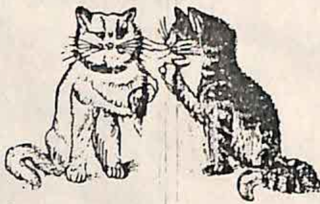
॥ ৯ ॥
মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর ;
চোখ খুললে যায় না দেখা
মুদলে পরিষ্কার !

কালা হারে কি ধলা হারে

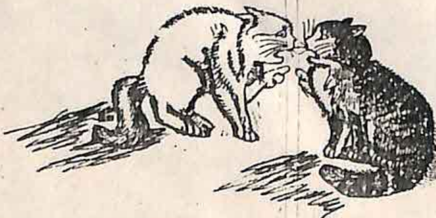
ঝগড়া-ঝাটি মিছে,
দুদিন থেকে খিদের জ্বালায়
পেটটি যে কাঁদিছে।
ইঁদুরগুলো বুক ফুলিয়ে,
ঘুরে বেড়ায় সামনে দিয়ে,
আমরা থাকি ঝগড়া নিয়ে
কেঁদে মরি পিছে !



তোর রংটি যেমন ধলো,
মনটি যদি তেমনি হত
তবেই হত ভালো !
নিয়ে কেবল খুঁটিনাটি
মনে মনে ফন্দি আঁটি,
আমার সাথে ঝগড়াঝাটি
করে দিন ফুরালো !



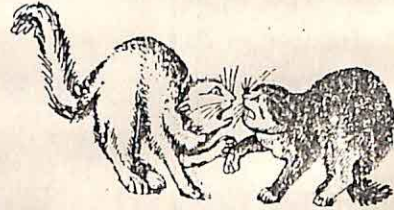
কি, আমার মেজাজ চটা ?
যা খুসি তা বলবি মুখে,
এতই বুকের পাটা।



রেখে দে তোর বাচালতা,
মুখ সামলে বলিস কথা,
তা না হলে ভাঙব মাথা
মেরে লাথি ঝাঁটা !
করবি রে তুই কি ?
ঠোঁট-কাঁপানি মুখ-খিচুনি,
অনেক দেখেছি !



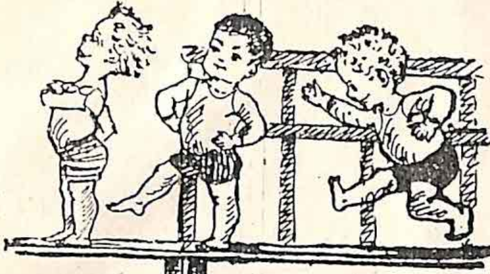
দাঁতের বড়াই করিস্ কি রে,
এক্কেবারে ফেলবো ছিড়ে,
কালা হারে কি ধলা হারে,
আয় দেখিয়ে দি।



হু—আ—আ—আ—উ—!
হোঁ—ও—ও—ও—!—
ফ্যা—অ্যা—আ—আ—স্—!
ফোঁ—ও—ও—ও—! !—



বীর শিশু



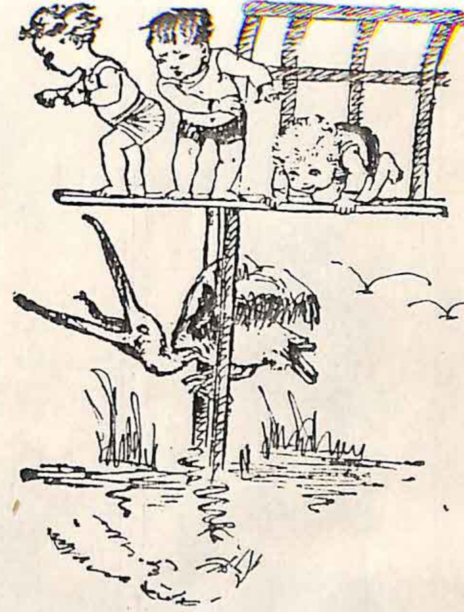
॥ ১ ॥

আমরা যেমন বীর শিশু—
তেমন আর কে ?
ভয় ভাবনা কাকে বলে
কিছুই জানিনে !



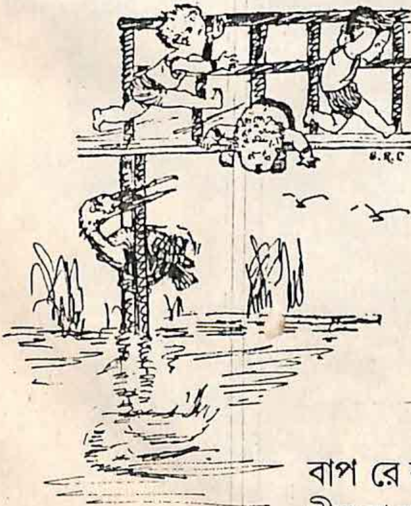
॥ ২ ॥

ও বাবা গো, ওটা কি গো ?
জন্মে কভু দেখিনি কো—
এত বড় হাঁ !
আজকে বুঝি ফেললে গিলে,—
মা—গো—মা !



॥ ৩ ॥

পালা পালা—ছুটে পালা,
আসছে তেড়ে বাগিয়ে গলা,
ধরলে বুঝি শেষে !
কে আছিস ভাই, আয় না ছুটে—
বাঁচিয়ে দে না, এসে !



॥ ৪ ॥

বাপ রে বাপ বিষম সাহস, সন্দেহ কি তার,
বীর না হলে পাখির ভয়ে পালায় কে বা আর !

সাপ নয় ত—যম



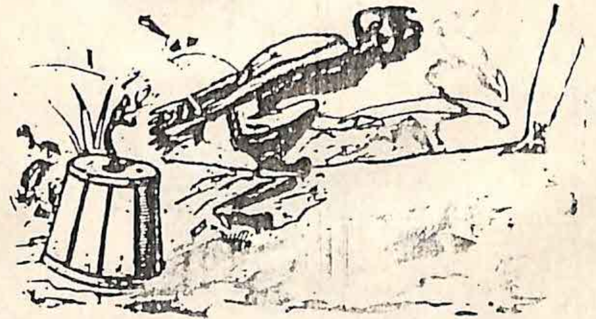
॥ ১ ॥
সাপ নয় ত—যম।
টবটা নিয়ে চাপা দিয়ে,
ফাটিয়ে দেবো দম !



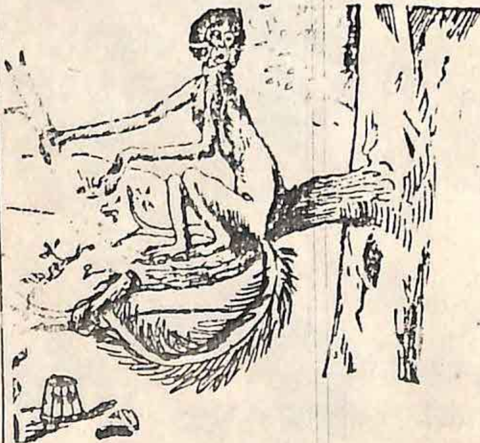
॥ ২ ॥
যেমন তুমি খল,
কারাগারে অন্ধকারে
ভোগো প্রতিফল !



॥ ৩ ॥
বাহবা কি মজা,
সিংহাসনে বসে আছি,
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।



॥ ৪ ॥
উঃ জ্বলে মলুম্ বাপ।
লেজের গোড়ায় ছুবলেছে রে
হতভাগা সাপ !



॥ ৫ ॥
প্রাণটা বুঝি যায় !
লেজটা ফুলে কলার গাছ—
করি কি উপায় !
মুখ থুবড়ে পড়ি বুঝি,
হায় হায় হায় !

বীর ফটিকচাঁদ

এখন, আসে যদি বাঘ,
আমার বড্ড হবে রাগ !
অমনি বন্দুকটা ধরে
গুড়ুম করে,
পাঠাব যমের ঘরে ।



আর, সিংহ কাছে এলে,
বাঘ টাঘ সব ফেলে
আগেই মারবো তাকে !
আমার রাগে,
দেখি, কার প্রাণ থাকে !

এখন, এলে পরে হাতি,
কসে লাগাবো তিন লাথি !
যদি তাতেও না ফেরে,
একেবারে
ফেলবো তারে মেরে !

এই, বন্দুকের কাছে কারো
নাহিক নিস্তার,
একদিক থেকে পশু মেরে
করবো ছারখার !

ও—মা—আ—আ—আ—!—!—!—
আর শিকার করবো—না—আ—আ—!—!—

পেটুক্ দামু

॥ ১ ॥
তিনটে কলা পেয়ে দামুর
মনটা কেমন করে,
গণ্ডা দশেক হলে তবে
পেটটা তাহার ভরে ।



॥ ৫ ॥
এই না ভেবে এসে দামু
পিছন দিক হতে,
চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে
ছোবড়া ফেলে পথে ।

॥ ২ ॥
খেতে খেতে যাচ্ছে দামু
মুখটা করে ভার,
দুষ্টামি এক গজিয়ে ওঠে
মস্তকে তাহার ।



॥ ৬ ॥
আর কোথা যায়, একখানি পা
যেই পড়েছে তায়,
পিছলে গিয়ে অমনি করীম
পড়লো দামুর গায় ।

॥ ৩ ॥
ভাবে দামু, 'ছোবড়া যদি
ঠিক ফেল্‌তে পারি,
পা পিছলে পড়বে করীম
মজা হবে ভারি ।



॥ ৭ ॥
হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে দামু
ঠোঁট দুখানি কাঁপে ;
পিঠটা বুঝি গেল ভেঙে
করীম মিয়ার চাপে !

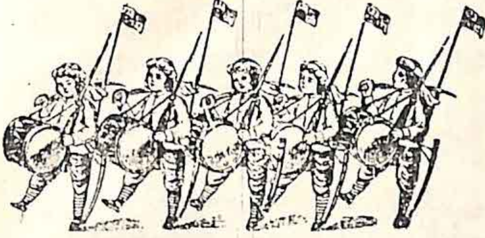
॥ ৪ ॥
অমনি কাঁদিসুদ্ধ নিয়ে
সটান দেব পাড়ি ;
একেবারে উঠবো গিয়ে
চণ্ডী ঘোষের বাড়ি ।'



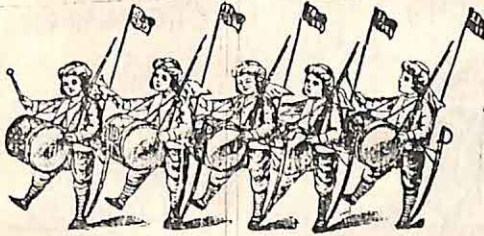
॥ ৮ ॥
পেটের চেয়েও পিঠের জ্বালা
দামু কেঁদে সারা ;
তার প্রতিফল পায়, যেমন
কাজটি করে যারা !

সখের সেনা

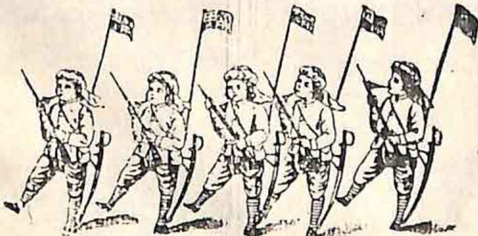
আমরা সখের সেনা, চল সবে ভাই,
স্বদেশের তরে আজ রণস্থলে যাই, মোরা রণস্থলে যাই।



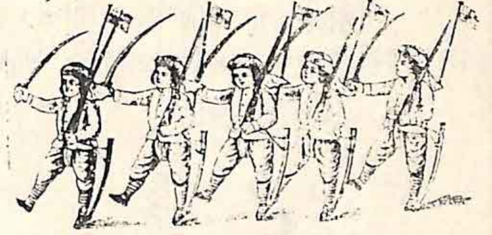
এমনি করে যাই চল, দুন্দুভি বাজাই,
মহোল্লাসে জয়ধ্বজা গগনে উড়াই, মোরা গগনে উড়াই।



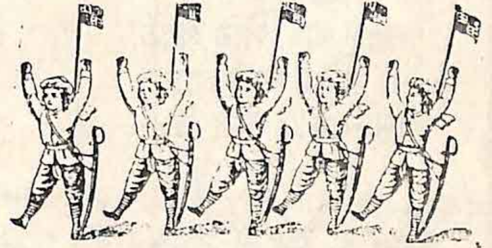
বাজবে ঘন রণভেরি, হবে ঘোর রণ
বন্দুক ধরিয়া করবো বরিষণ, সবে করবো বরিষণ।



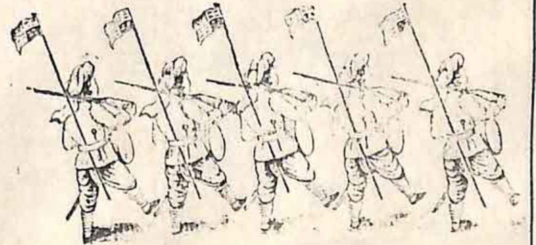
তীক্ষ্ণধার তলোয়ার লব সঙ্গে করে,
বিনাশিব শত্রু আজ সম্মুখ-সমরে, মোরা সম্মুখ-সমরে।



বিজয়ী হইয়া শেষে, বীরদাপে মোরা
জয়-জয়-জয় নাদে কাঁপাইব ধরা আজি কাঁপাইব ধরা।



তার পরে দলে দলে চলে যাবো ঘরে,
দেশের গৌরব রাখি হরষ অন্তরে সবে হরষ অন্তরে



দুষ্টু তিনু

॥ ১ ॥
গড় গড়—ঘড় ঘড়
চলিয়াছে গাড়ি ;
তিন লাফে এল তিনু
ছুটে তাড়াতাড়ি ।



॥ ২ ॥
ফাঁকি দিয়া গাড়ি চড়া,—
এই তার কাজ ;
মনে ভাবে, ভারী মজা
করিবে সে আজ ।



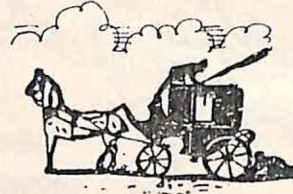
॥ ৩ ॥
চেপে চুপে বসে তিনু
হয়ে গদিয়ান ;
'পিছু কেন ভারী ঠেকে'—
ভাবে কোচম্যান ।



॥ ৪ ॥
ছড়ি গাছা লয়ে হাতে,
মিয়া ছাদে চড়ে ;
মনে মনে হাসে তিনু—
ভয় নাই ধড়ে ।



॥ ৫ ॥
হামা দিয়া কোচম্যান
গুটি গুটি যায় ;
ঝুপ করে নেমে তিনু
ঢুকিল তলায় ।



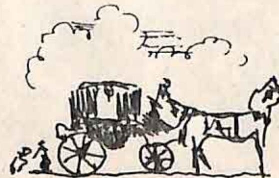
॥ ৬ ॥
হেঁট হয়ে কোচম্যান
দেখে চারি ধার ;
কোথা গেল তিনকড়ি—
খোঁজ মেলা ভার !



॥ ৭ ॥
রেগে জ্বলে নামে মিয়া—
থর থর কাঁপে
তিনকড়ি তর তর
গাড়ি 'পরে চাপে ।



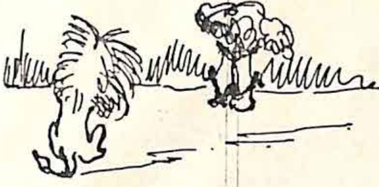
॥ ৮ ॥
কোচম্যান ভ্যাবাচ্যাকা,
সারা গায়ে ঘাম ;
মহা খুসি তিনকড়ি—
ধরিল লাগাম ।



॥ ৯ ॥
তার পরে দিল ঘোড়া
জোরে ছুটাইয়া ;
পথে পড়ে হাহাকার
করে বুড়ো মিয়া ।



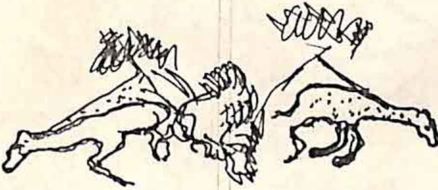
লোভের সাজা



দুইটি জিরাফ বাঁধা ছিল গাছের দু'টি ডালে,
কোথা হতে সিঙ্গীমশাই এলেন হেনকালে ;
ফুলিয়ে কেশর হুহুঙ্কার ছাড়েন পশুরাজ,
জিরাফ ভাবে, আকাশ ভেঙে পড়লো বুঝি বাজ !

ভয়েতে প্রাণ উড়ে গেল, রক্ষা নাহি আর,
যমের হাত এড়িয়ে যাবে, সাধ্য হেন কার !
সিংহ ভাবে, ঘাড়টি ভেঙে এইবারেতে খাই,
জিরাফ ভাবে, বাঁচতে হলে দড়ি ছেঁড়া চাই ।





এই না ভেবে, জিরাফ দুটো প্রাণপণে দেয় টান,
আস্ত সে গাছ অমনি চিরে হল দুই খান ।
হাতের শিকার পলায় দেখে ব্যস্ত পশুরাজ,
একটি লাফে পড়লেন ঠিক চেরা-ডালের মাঝ ।

ঠিক তখনি বাঁধন-দড়ি হঠাৎ গেল ছিড়ে,
সজোরে দুই চেরা-ডাল আবার এল ফিরে ;
চেপটে গিয়ে সিঙ্গীমশাই করেন হাঁই-ফাঁই,
ইঁদুর যেমন কলে পড়ে, তাঁহার দশাও তাই ।



অনুতপ্ত সন্তান

॥ ১ ॥
দোহাই বাবা, রাগ করো না,
ফিরে চল ঘরে:
তরকারি ভাত ঠাণ্ডা হল,
মায়ের আঁখি ঝরে।

॥ ২ ॥
টানবো না আর লেজটি ধরে
মারবো না কো লাফ:
দাঁত-খিচুনি মুখ-ভ্যাঙানি
এবার করো মাপ।



॥ ৩ ॥
বলবে যা, তা করবো আমি
হব বেজায় সৎ,
দোহাই বাবা, পায় ধরছি,
দিচ্চি নাকে খত !

॥ ৪ ॥
বইটি নিয়ে পড়বো বসে
সারা সকালবেলা;
একেবারে ভুলবো আমি
কিষ্কিন্ধ্যার খেলা।

॥ ৫ ॥
খাবার পরে ঢুলবে যখন
নাক ডাকাবে কসে;
গায়ের উকুন, পাকা চুল
বাছবো বসে বসে !

॥ ৬ ॥
দোহাই বাবা, রাগ করো না,
খিদেয় মলুম জ্বলে;
এই বারটি ক্ষমা করো
অবোধ শিশু বলে !

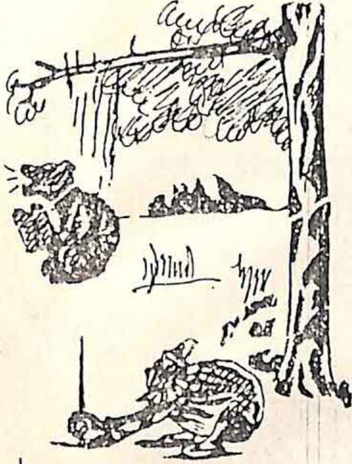
আচ্ছা জব্দ

॥ ১ ॥

কাণ্ডটা কি তোমার বাপু
বনের শিকার ছেড়ে,
লোভের দায়ে, শেষে কি না
আমায় এলে তেড়ে !

॥ ৪ ॥

তেড়ে আসার পারে যাদু
অনেকটা তো পেলে;
বাকি টুকু যতটা সুখ
সোজা নেমে এলে !



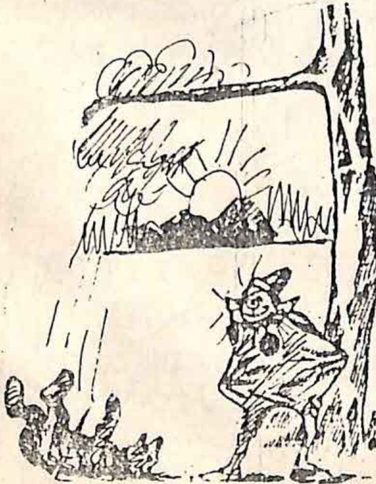
॥ ৩ ॥

হা-হা-হা, হো-হো-হো
ক্যায়াবাৎ ক্যায়াবাৎ !
কেমন জব্দ— ঠিকরে উঠে
একদম চিৎপাত !



॥ ২ ॥

বৃথা তোমার কষ্ট পাওয়া,
ভালুক বাবাজি !
না হক শুধু প্রাণটি যাবে
খেয়ে ডিগবাজি ।



॥ ৫ ॥

এখন কেন ছটফটানি—
ফোঁস-ফোঁসানি রোষে !
ভবের লীলা, ঘুচলো তোমার
আপন কর্মদোষে !



ফড়িংবাবুর বিয়ে

ফড়িংবাবুর বিয়ে !
টিকটিকিতে ঢোলক বাজায়,
ধুচনি মাথায় দিয়ে !
বেয়ারা হল তেলাপোকা
পালকি কাঁধে নিয়ে !
দেখতে এল সেজেগুজে,
পিঁপড়েরা মায়ে-ঝিয়ে !
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে !

ফড়িংবাবুর বিয়ে !
ঘাসের পাতা লুচি হল
ভাজা শিশির-ঘিয়ে !
দই সন্দেশ তৈয়ার হল
মাটিতে জল দিয়ে !
ব্যাঙের ছাতার নিচে সবে
খেতে বসলো গিয়ে !
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে !

টুনি নাচে টুপি এঁটে,
নেংটি ইঁদুর দামা পেটে
হেলিয়ে দুলিয়ে !
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে ।



ল্যাজে গেরো



সারাটা দিন খেটে খেটে করছে কেমন গা,
একটু খানি না জিরুলে আর তো বাঁচি না ।
ওরে বাস রে, কিসের আওয়াজ ! কি যেন ঐ ডাকে !
বাঘের গায়ের গন্ধ যেন পাচ্ছি আমি নাকে !

মুখ দেখে কার উঠেছিনু আজ সকালে ভাই,
এক্কেবারে বাঘের মুখে পড়ে গেলাম তাই !
ভাগ্যে হেথা পিপে ছিল, মোদের কপালগুণে,
তা না হলে ভবের লীলা ঘুচতো এতক্ষণে !





অই রে বাবা, লাফ মেরেছে, এবার দফা সারা,
দুই জনে আজ বাঘের পেটে গেলাম বুঝি মারা !
পিপের উপর বসলো এসে, পড়লো সেটা ঝুঁকে,
উলটে যদি চাপা পড়ে, তবেই আপদ চুকে !

যা ভেবেছি, তাই হয়েছে, মোদের কপাল জোরে,
বন্দী হলেন ব্যাঘ্রমশাই পিপে চাপা পড়ে !
ছেঁদা দিয়ে বেরিয়েছে লেজ, ধরছি আমি তাই,
তুই আমারে শক্ত করে ধরে থাকিস ভাই !

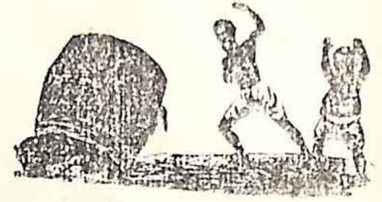


খুব জোরে ভাই টেনে রাখিস
হঠাৎ গেলে ছেড়ে,
উলটে ফেলে পিপে, আবার
আসবে বাঘা তেড়ে !



লোভটা যেমন তাহার উচিত
শাস্তি দিয়ে শেষে,
দুই ভায়েতে বাড়ির পানে
যাবো হেসে হেসে !

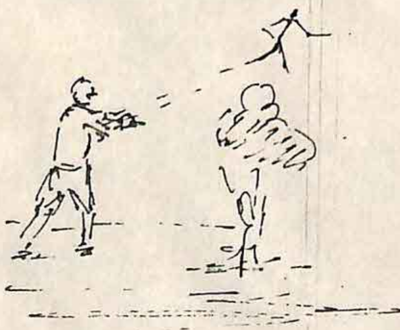
কেমন জব্দ, লেজের ডগায় বেঁধে দিছি গেরো,
পারিস যদি দুষ্টু বাঘা, এবার তবে বেরো।
লাফিয়ে বড় এসেছিলি, মুখটা করে হাঁ,
এখন কেন ছটফটানি·গোঁ-গোঁ-গাঁ-গাঁ।



কাজের ছেলে



'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দই,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম ভরা কই।'
পথে হেঁটে চলি, মনে মনে বলি,
পাছে হয় ভুল;
ভুল যদি হয়, মা তবে নিশ্চয়,
ছিঁড়ে দেবে চুল।
'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দই
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম-ভরা কই।'



"দাদখানি তেল, ডিম-ভরা বেল,
দু'টা পাকা দই,
সরিষার চাল, চিনি-পাতা ডাল,
মুসুরির কই।

এসেছি দোকানে— কিনি এই খানে,
যত কিছু পাই;
মা যাহা বলেছে, ঠিক মনে আছে,
তাতে ভুল নাই।
"দাদখানি বেল, মুসুরির তেল,
সরিষার কই,
চিনি-পাতা চাল, দু'টা পাকা ডাল,
ডিম ভরা দই।"

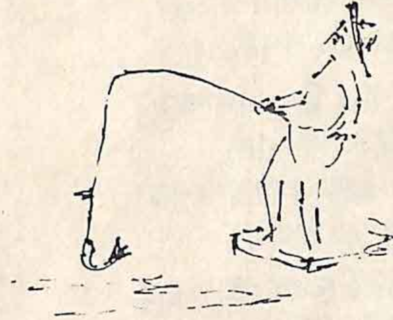


বাহবা বাহবা— ভোলা ভুতো হাবা
খেলিছে তো বেশ!
দেখিব খেলাতে, কে হারে কে জেতে
কেনা হলে শেষ।
"দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দই,
ডিম-ভরা বেল, দু'টা পাকা তেল,
সরিষার কই।"
ওই তো ওখানে ঘুড়ি ধরে টানে,
ঘোষেদের ননী;
আমি যদি পাই, তা হলে উড়াই,
আকাশে এখনি!

চিৎপটাং



আজ, ব্যাপার হল কি !
না ফেলতে টোপ অমনি গেলা,
খল-খল-খল কাতিয়ে খেলা,
ক্রমে তোফা রুই-কাতলা
গোনা পঁচিশটি !



এমন কাণ্ড দেখি নি !
এ কি মজা—আরো একটা
চিকচিকে গা খড়কে বাটা,
সারাটা পেট ডিমে আঁটা
মাথা ভরা ঘি !



শেষ টোপটা ফেলি ;
জুটলো শিকার যদিও ঢের,
হঠাৎ যদি টোপ খায় ফের,
রুই একটা দশ বার সের—
আচ্ছা খেলাই খেলি !

এই না ভেবে যেমন সাহেব
কসে দেছে টান ;
প্যান্টুলনে বঁড়শি বিঁধে
অমনি চিৎপটাং !





ডিগবাজিতে পেট ভরে না—
জলের ভিতর যাও,
রুই-কাতলা থাকুক, এখন
হাবু-ডুবু খাও !

যমজ ভাই

আকারে প্রকারে রামু ও শ্যামুতে
কিছুই প্রভেদ নাই,
গরীবের ঘরে জনমিয়াছিল
দুইটি যমজ ভাই।

যেমন তাদের গড়ন-পেটন,
তেমনি মতি-গতি ;
তা'দিগে লইয়া আত্মীয়-স্বজন
মুশকিলে পড়িত অতি।

অতি ছোট যবে ছিল রামু শ্যামু
না উঠিতে কচি দাঁত,
একে একে একে ক্রমে হল শত
বিপদের সূত্রপাত।

ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে রামু
যখন পড়িত টলে,
জননী আসিয়া দিতেন আহার
শ্যামুরে লইয়া কোলে।

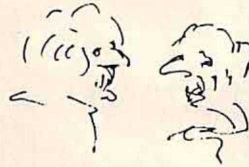
আবার যখন কফভরা নাকে
রামু সে কাঁদিত বসে
শ্যামুর নাসিকা ধরিয়া জননী
ঝাড়িয়া দিতেন কসে।

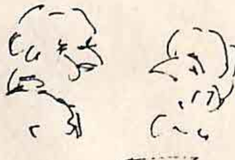
ক্রমে যবে এল ভাতের সময়
নূতন কাপড় পরে,
দুই ভাই তারা একেবারে গেল
মিশে-ঘুসে চিরতরে।

ঠিক ছিল যার শ্যামু নাম হবে,
নাম হল তার রামু ;
কাজেই সকলে অন্য ভাইটিরে
ডাকিত বলিয়া শ্যামু।

তার পর যবে পাঠশালে গেল
তাহারা দুইটি ভাই ;
কত যে বিপদ সাথে নিয়ে গেল
সংখ্যা তাহার নাই !







রামুর যেদিন হইত না পড়া,
বেতগাছি হাতে ধরে
গুরু মহাশয় শ্যামুর পিঠেতে
কসিয়ে দিতেন জোরে।

এর প্রতিফল রামুকে ত্বরায়
হইত আবার পেতে ;
শ্যামুর অসুখে তাহাকে হইত
তিক্ত ঔষধ খেতে।

পাঠশালা ছাড়ি গেল দুই ভাই
ব্যবসা-বাণিজ্য আশে,
দুইটি দোকান খুলিয়া বসিল,
সহরের এক পাশে !

দু'জনারি এক সর্বনেশে ছাঁদ
যতই নষ্টের মূল ;
সহরের লোকে পড়িয়া বিপাকে
করিতে লাগিল ভুল !

রামুর জিনিস কিনিয়া তাহারা
শ্যামুকে দিইত দাম ;
শ্যামুর জিনিস সুলভ হইলে
রামুর হইত নাম !

একদিন শ্যামু কি জানি কি দোষে
চাকরে মারিল ধরে,
বিচারে রামুর মিয়াদ হইল
ছয়টি মাসের তরে।

একদিন রামু সাপের কামড়ে
মরিল পড়িয়া মাঠে ;
আত্মীয়-স্বজন শ্যামুরে লইয়া
পোড়ায়ে আসিল ঘাটে !

সারাটি জীবন রামু আর শ্যামু
ভুঞ্জিয়া অশেষ ক্লেশ,
বুড়া হল ক্রমে ; তবুও এদের
বিপদের নাহি শেষ !